অপরাধ জগতে কিশোরেরা

কিশোর অপরাধীরা নেশায় আসক্ত ওরা

১৫ ফেব্রুয়ারি। বেনাপোল বন্দর থানার ওসি ফারুক হোসেন গোপন সূত্রে খবর পান দেশের অন্যতম প্রধান মাদক ও চোরাচালান পণ্য পাচারের ঘাট সাদিপুর দিয়ে আনা হেরোইন থানার সামনে দিয়েই যশোরের দিকে পাঠানো হবে। সকাল ৯টার মধ্যেই মাল পাচার হওয়ার কথা। কারা, কিভাবে ঐ হেরোইন পাচার করবে তারও একটি ধারণা দিয়ে দেয় সোর্স। সে মোতাবেক ওঁৎপেতে বসে থাকেন ফারুক হোসেন। সময় পেরিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সোর্সের দেয়া তথ্যমতে কাঙ্ক্ষিত লোকজনের দেখা মেলে না। তবে কিছুটা মিলে যায় ১৩/১৪ বছর বয়সী একটি ছেলের সঙ্গে। কিছুটা ইতস্ত হন তিনি। এতটুকু ছেলে হেরোইন পাচার করতে যাবে কেন? তবু সীমান্তের পরিস্থিতি ও সোর্সের দেয়া তথ্যমতে তিনি ধরে ফেলেন তাকে। নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, সে সাদিপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে আক্তারুল ইসলাম। এরপর তার শরীর তল্লাশি করে তিনি হতবাক হয়ে যান। খুঁজে পান ২শ' গ্রাম হেরোইন। যে কারণে তার ঠাঁই হয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। ধরা পড়ার পর আক্তারুল পুলিশকে জানায়, সাদিপুর গ্রামেরই এক ব্যক্তি তাকে ঐ হেরোইন দেয়। যশোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলে তাকে দেয়া হতো এক হাজার টাকা। আর সে লোভেই আক্তারুল হাতে নেয় মরণ নেশা হেরোইন।

দেশের অপরাধপ্রবণও সীমান্তবর্তী জেলা যশোরে ঠিক এভাবেই কোমলমতি শিশু-কিশোররা অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ছে। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন। সীমান্ত এলাকায় তৎপর চোরাচালানি, মাদক পাচরকারী এবং দুর্বৃত্ত চক্রগুলোই ঐসব শিশু-কিশোরদের বিপথগামী করছে। তাদের খপ্পরে যেই পড়ছে, তারই স্বর্ণালী ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশের অপরাধপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে যশোর অন্যতম। অপরাধ বিস্তারের প্রায় সবগুলো উৎসই এখানে বিরাজমান। যে কারণে দেশের অপরাধ জগতের কুৎসিত অমানুষগুলোর অপতৎপরতা এখানে লেগেই থাকে। তাদের অপকর্ম সম্পাদনের জন্যে যশোরকে ব্যবহার করে রুট হিসেবে। এ ক্ষেত্রে তারা অবলম্বন করে বিভিন্ন কৌশলের, যেখানে থাকে লোভনীয় অর্থের প্রলোভন। যে কারণে খুব সহজেই প্রলুব্ধ হয় সাধারণ মানুষ। আর একবার যে তাদের খপ্পরে পড়ে, তার আর বেরিয়ে আসার কোনো পথ থাকে না। তাকেও ভিড়ে যেতে হয় অন্ধকার জগতে। আর সীমান্তবর্তী এ জেলায় যারা তাদের খপ্পরে পড়ছে তাদের বড় একটি অংশই শিশু-কিশোর। অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে নির্বিঘ্নে তাদের অপকর্ম সারতে জঘন্যতম এ কাজটি করছে দীর্ঘদিন থেকেই। যে কারণে তাদের বিষাক্ত ছোবলের বলি হয়ে ইতিমধ্যেই অনেক শিশু-কিশোরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে, হয় তারা হয়ে গেছে পুরোপুরি অপরাধী, না হয় বাসিন্দা হতে হয়েছে জেলখানার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিশু-কিশোরদের অপরাধ জগতে সবচেয়ে বেশি ভিড়াচ্ছে চোরাচালানি, মাদক ব্যবসায়ী আর অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন শিশু-কিশোরদের খুব সহজে সন্দেহ না করায় তারা শিশু-কিশোর বয়সীদেরকেই বেশি পছন্দ করে। এছাড়া অল্প টাকায় খুব সহজে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে নেয়া সম্ভব হওয়ায় তারাই অপরাধীদের প্রথম পছন্দ। আর এক্ষেত্রে তারা তাদের বিষাক্ত ছোবলটি গ্রামাঞ্চলেই বেশি হানছে। গ্রামের অশিক্ষিত অভাবী পিতা-মাতার হাতে সামান্য টাকা ধরিয়ে দিয়ে তাদের কিশোর বয়সী সন্তানদের হাতিয়ে নিচ্ছে। 'যে ছেলেকে লেখাপড়া করানোর সামর্থ্য নেই, বেকার ঘুরে বেড়ায় বা পরের বাড়ি পেটে-ভাতে মাইন্দারী (গরু-ছাগল চরায়) করে সেই ছেলের বদৌলতে যদি সামান্য কাজ করে টাকা পাওয়া যায় তাহলে ক্ষতি কী'— এই সরল বিশ্বাসে পিতা-মাতারাও তাদের সন্তানদের বিপথগামী করতে দ্বিধা করছে না। আর এই সুযোগটিই লুফে নিচ্ছে অপরাধ জগতের অমানুষগুলো।

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, বাংলাদেশে বছরে যে পরিমাণ চোরাচালান হয় তার প্রায় ৪৭ ভাগই হয় যশোর দিয়ে। যে কারণে দেশ-বিদেশে তৎপর ভয়ঙ্কর সব অপরাধী চক্রগুলোর নেটওয়ার্কও যশোর দিয়েই। এদের মধ্যে যারা অবৈধ পণ্য, মাদকদ্রব্য, অস্ত্র, নারী ও শিশু এবং সোনা পাচারের সঙ্গে জড়িত, তারাই বেশি শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করে থাকে। প্রথমাবস্থায় অপরাধী চক্রগুলো শিশু-কিশোরদের পরীক্ষামূলকভাবে সোর্স হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের দায়িত্ব দেয়া হয় লাইন দেখাশোনার। শিখিয়ে দেয়া হয়, রাস্তায় পুলিশ-বিডিআর বা সন্দেহ জনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সংকেত দিতে। এ পরীক্ষায় যারা সাফল্য দেখাতে পারে তাদেরকেই আস্তে আস্তে নামানো হয় পণ্য বহনের কাজে। একটি শিশুর শরীরে বেঁধে ১ কেজি হেরোইন, একটি ছোট অথচ দামী অস্ত্র অথবা দু'চারটি সোনার বার সহজেই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন শিশু-কিশোরদের খুব একটা সন্দেহের চোখে না দেখায় এ সুযোগটিই কাজে লাগায় অপরাধীরা। কিন্তু এর পরও শেষ রক্ষা হয় না। সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে অথবা আচমকা কেউ কেউ ধরাও পড়ে যায় পুলিশ-বিডিআরের হাতে। তারপর তাদের ঠাঁই হয় কারাপ্রকোষ্ঠে। এভাবে যশোর সীমান্ত এলাকায় অনেক শিশুই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভালোমন্দ বোঝার আগেই অপরাধ জগতের বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ। স্বাভাবিক, সামাজিক, সুস্থ জীবন যাপনের কোনো সুযোগই তারা আর পায় না। তার আগেই হয়ে যাচ্ছে কিশোর অপরাধী। অথচ এ ব্যাপারে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই।

মামুন রহমান *যশোর থেকে*